ফাঁদি

উপন্যাস

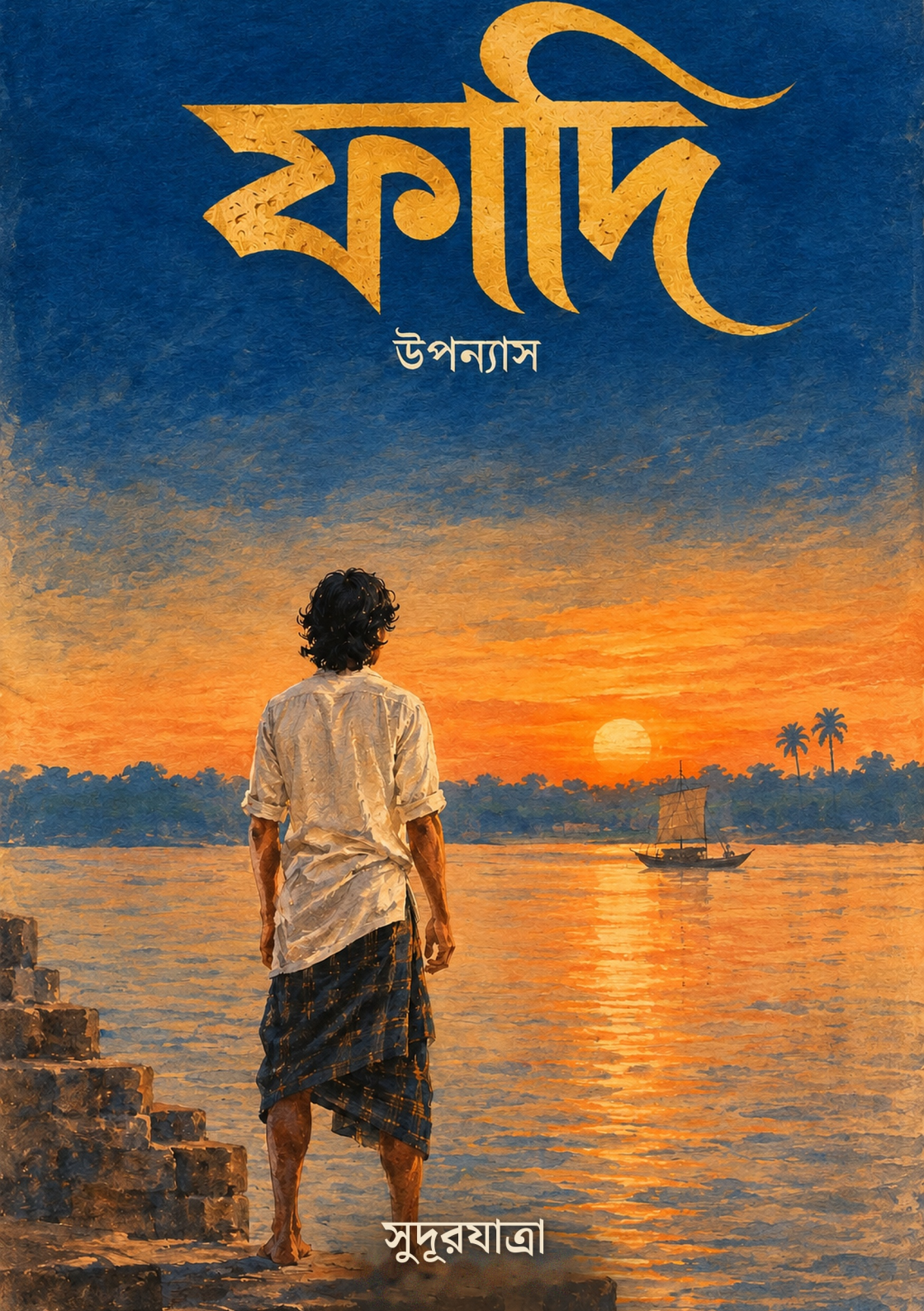

সুদূরযাত্রা

ফাদি

উপন্যাস

◆

সুদূরযাত্রা

SUDURZATRA

ফাদি

উপন্যাস

লেখক ও প্রকাশক: সুদূরযাত্রা

প্রচ্ছদ: সুদূরযাত্রা

প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ / নভেম্বর ২০২৬

স্বত্ব © সুদূরযাত্রা। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ কোনো মাধ্যমে পুনর্মুদ্রণ, প্রতিলিপি বা প্রচার করা যাবে না।

ভূমিকা

নদী মানুষকে দুটো কথা শেখায়। উজানে যেতে হলে বৈঠা টানতে হয়। আর স্রোত কারও জন্য থামে না।

এ গল্প এক ঘাটের ছেলের। সে জন্মেছিল বস্তার ভার নিয়ে, আর স্বপ্ন দেখেছিল নৌকার বহরের। সে উঠেছে, পড়েছে, ভুল করেছে, আবার দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ শুধু ওঠার গল্প নয়। এ সেই সবকিছুর গল্প, যা ওঠার পথে মানুষ হারায়, আর যা হারিয়েও তার থেকে যায়।

পৃথিবীতে সবকিছুর দাম আছে। শুধু কিছু জিনিসের কোনো দর নেই: বন্ধুর একটা হাত, মায়ের একটা নীরবতা, একজন মানুষ যে তোমাকে থামায়।

কিছু সত্য নদী নিজের তলায় রাখে। এ বইও রেখেছে।

সূচিপত্র

পর্ব এক · জমা

১. বাইশ ধাপ ৮
২. কাঁথার সুচ ১৩
৩. ভেজা বই ১৯
৪. তারপর? ২৫
৫. ঝাড়বাতির নিচে ৩১

পর্ব দুই · খরচ

৬. দেড় আনা ৪০
৭. দুহাজার মন ৪৫
৮. পর্দার ওপাশে ৫০
৯. দস্তক ৫৬
১০. হাফিজের এক লাইন ৬৩

পর্ব তিন · বাকি

১১. সোজা রেখা ৭০
১২. রেশম ৭৬
১৩. আট মাস ৮২
১৪. সিলমোহর ৮৭

১৫. ভাঙা ঘাট ৯২
১৬. দুটো পাতা ৯৭

পর্ব চার · মূল্য

১৭. আজ রাতে ১০৭
১৮. ঘরের খাতা ১১৬
১৯. এক শব্দ ১২২
২০. আগুন ১২৭
২১. বাঁকা রেখা ১৩৮

পর্ব এক

◆

জমা

১

বাইশ ধাপ

কালিন্দীর জল তখনো কালো। পুব আকাশে সবে একটু ফ্যাকাশে আলো ধরেছে, অথচ শ্যামগঞ্জের ঘাট তার অনেক আগেই জেগে উঠেছে। মাঝিরা দড়ি টানছে, কয়ালরা দাঁড়িপাল্লা ঝোলাচ্ছে, আড়তের গোমস্তারা খেরো খাতা বগলে নিয়ে ঘাটের সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে। রাতভর যে নৌকাগুলো উজান থেকে নেমে এসেছে, তাদের খোলে চাল, গুড়, সরষে আর সুপারি। ভোরের আগে মাল না নামালে হাটের দর ধরা যায় না।

ফাদি তৃতীয় বস্তাটা পিঠে তুলল।

বস্তাটা দুই মনের কাছাকাছি। পাটাতন থেকে ঘাটের সিঁড়ি বাইশ ধাপ, তারপর কাদামাখা পথ ধরে আড়তের গুদাম আরও শ দেড়েক পা। প্রথম দিকে এই পথটুকু তার কাছে অফুরন্ত মনে হতো। এখন সে জানে কোন ধাপটা পিছল, কোন জায়গায় শ্বাস নিতে হয়, আর কোথায় পা ফেললে বস্তার ভার কোমরে না পড়ে পায়ে পড়ে। উনিশ বছরের শরীর। রোগা, কিন্তু শক্ত। কাঁধের হাড় দুটো উঁচু হয়ে থাকে, তার ওপর বস্তার দাগ বসে গেছে।

তবে ফাদির আসল কাজটা পিঠে হয় না। হয় মাথায়।

সে গোনে। বস্তা গোনে, নৌকা গোনে, কয়ালের পাল্লা কতবার উঠল আর নামল তা গোনে। আজ যে পাটেলা নৌকাটা থেকে মাল নামছে, তাতে একশ চল্লিশ বস্তা চাল। উজানের হাটে এখন টাকায় পাঁচ মন, এ কথা সে গত

সপ্তাহে এক মাঝির মুখে শুনেছে। শ্যামগঞ্জে আজ ভোরে দর উঠেছে টাকায় চার মন। মাঝির ভাড়া, ঘাটের মাশুল, পথের দুই চৌকির খরচ আর কুলির মজুরি বাদ দিলে যা থাকে, সেই অঙ্কটা সে তিনবার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কষে ফেলল। অঙ্কটা ছোট নয়। এক রাতে একটা নৌকা যা দেয়, ফাদির মতো একজন কুলি তা তিন বছরে ছুঁতে পারে না।

এই হিসাবটা সে কাউকে বলে না। বলার মতো কেউ ঘাটে নেই। কুলিরা মজুরি গোনে, মহাজনেরা লাভ গোনে। দুটোর মাঝখানে যে পথ, সেটা নিয়ে কেউ ভাবে না।

“এই ছোকরা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পা চালা!”

রহিম সর্দারের গলা। ফাদি দাঁড়ায়নি, শুধু এক পলকের জন্য গুদামের দরজায় থেমেছিল। সেখানে নিতাই সাহার আড়তের বুড়ো গোমস্তা খাতায় দাগ কাটছে। প্রতি বস্তায় একটা দাগ, পাঁচটা হলে আড়াআড়ি একটা টান। ফাদি দেখল, লোকটা একবার দুই বস্তায় একটা দাগ দিল। ভুলটা ইচ্ছে করে নয়। বুড়োর চোখ ভোরের আলোয় ভালো চলে না।

সে কিছু বলল না। তার বলার জায়গা এটা নয়। কিন্তু সংখ্যাটা মনে রেখে দিল। একশ চল্লিশ বস্তা নেমেছে, খাতায় উঠবে একশ ঊনচল্লিশ।

রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের চেহারা বদলে গেল। হাটের দিকে ভিড় বাড়ছে। তাঁতিরা কাপড়ের গাঁট নিয়ে এসেছে, কুমোরেরা হাঁড়ি সাজাচ্ছে, জেলেনৌকা থেকে রুপোলি ইলিশ ডালায় উঠছে। নদীর ওপারে ওলন্দাজ কুঠির সাদা দেয়ালে রোদ পড়েছে। সেখান থেকে বছরে দুবার বড় জাহাজের মাল আসে। শ্যামগঞ্জ বড় শহর নয়, কিন্তু তিনটি নদীপথ এখানে এসে মেলে। উজানের চাল, ভাটির লবণ আর পশ্চিমের রেশম এই ঘাটে একবার হাতবদল হয়। যে এই হাতবদলের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে, টাকা তার কাছে নিজে হেঁটে আসে।

ফাদি এ কথাটা বোঝে। শুধু মাঝখানে দাঁড়ানোর জায়গাটা এখনো তার নয়।

দুপুরের আগে কাসেম বেপারীর নৌকা ভিড়ল। লবণের নৌকা, মাল ভারী, মজুরিও একটু বেশি। কাসেম বেপারী নিজে ঘাটে আসে না। আসে তার গোমস্তা হারুন। মোটা মানুষ, কানে আতর, মুখে সব সময় একটা আধখানা হাসি লেগে থাকে। লোকে বলে, কাসেমের খাতায় একবার যার নাম ওঠে, তার ভিটের দলিলও একদিন সেই খাতায় গিয়ে ওঠে।

মাল নামানো শেষ হলে হারুন কুলিদের সার বেঁধে দাঁড় করাল। সর্দারের হাতে মজুরি গুনে দিল। তারপর কোমরের থলি থেকে এক মুঠো কড়ি বের করে ঘাটের ভেজা মাটিতে ছড়িয়ে দিল।

“নে, বকশিশ। বেপারী সাহেবের আজ মন ভালো।”

কুলিরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কড়ি কাদায় গেঁথে গেছে, কেউ নখ দিয়ে খুঁটছে, কেউ অন্যের হাত সরিয়ে দিচ্ছে। হারুন দাঁড়িয়ে দেখছে। তার আধখানা হাসিটা পুরো হয়ে উঠেছে।

ফাদি নড়ল না।

হারুনের চোখ তার ওপর এসে থামল। “কী রে, তোর কড়ি লাগে না?”

“লাগে।”

“তবে?”

“মজুরি হাতে দিলে নিই। মাটি থেকে কুড়োই না।”

কথাটা সে উঁচু গলায় বলেনি। তবু আশপাশের কয়েকজন থেমে গেল। রহিম সর্দার চোখ বড় করে তাকাল। গরিবের ছেলের মুখে এমন কথা মানায় না, এ কথা ঘাটের সবাই জানে।

হারুন এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হাসল। “বেশ গরম রক্ত। পেটে ভাত পড়লে ঠান্ডা হবে। নাম কী তোর?”

“ফাদি।”

“মনে রাখলাম।”

মনে রাখাটা ভালো অর্থে নয়, ফাদি তা বুঝল। সে চোখ নামাল না। মাথাও উঁচু করল না। শুধু গামছা দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছে সর্দারের কাছ থেকে নিজের পাওনা বুঝে নিল। আজ সাড়ে তিন পণ কড়ি। গুনে নিল একবার, তারপর কোমরে গুঁজল।

সর্দার নিচু গলায় বলল, “তোর মাথা খারাপ হয়েছে? ওই লোকের সঙ্গে লাগতে আছে?”

“লাগিনি তো চাচা। কড়িটা নিইনি শুধু।”

“ওইটাই লাগা।”

ফাদি উত্তর দিল না। সর্দার ভুল বলেনি। কিন্তু সে জানে, আজ যদি ঝুঁকে কাদা থেকে কড়ি তোলে, তবে কাল ওই ঝোঁকাটা সহজ হয়ে যাবে। পরশু আরও সহজ। মানুষ একদিনে ছোট হয় না, একটু একটু করে হয়। আর যে একবার ছোট হতে শিখে যায়, তার হাতে কেউ কোনো দিন বড় কিছু তুলে দেয় না।

বিকেলে ভিড় পাতলা হলে সে ঘাটের শেষ ধাপে গিয়ে বসল। জলে পা ডুবিয়ে দিল। সারা দিনের জ্বালাটা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে।

তখনই বহরটা চোখে পড়ল।

ভাটির দিক থেকে সাতটা নৌকা এক সারিতে আসছে। সামনে একটা বড় বজরা, পেছনে ছয়টা মালের নৌকা। প্রতিটির পালে একই চিহ্ন, গেরুয়া রঙে আঁকা একটা চাকা। মুর্শিদাবাদের কোনো বড় সওদাগরের বহর। এরা শ্যামগঞ্জে থামবে না, শুধু মাশুল দিয়ে উজানে চলে যাবে। ঘাটের লোকেরা কাজ থামিয়ে তাকিয়ে রইল। সাতটা পাল একসঙ্গে হাওয়া ধরলে নদীটাকেই ছোট মনে হয়।

ফাদি গুনল। সাতটা নৌকা। প্রতিটিতে মাঝি-মাল্লা মিলিয়ে বারো-চোদ্দ জন। তার মানে প্রায় নব্বই জন মানুষ একজনের নামে নদীতে ভাসছে। ওই একজন হয়তো এখন মুর্শিদাবাদের কোনো গদিতে বসে পান খাচ্ছে। সে নিজে একটা বস্তাও তোলেনি। তবু সাতটা নৌকা তার কথায় চলে।

কীসের জোরে চলে?

টাকার জোরে, সবাই তা-ই বলবে। কিন্তু ফাদির মনে হলো, টাকা পরের কথা। তার আগে আছে হিসাব, কোন মাল কোথায় কখন পৌঁছালে দাম পাবে। তারও আগে আছে বিশ্বাস। নব্বই জন মানুষ জানে, মাস শেষে তাদের পাওনা মিলবে। দশটা হাটের আড়তদার জানে, ওই চাকা আঁকা পালের মাল ওজনে কম হয় না। ওই জানাটুকুই আসল পুঁজি।

বহরটা বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল। জলে তার ঢেউ এসে ফাদির পায়ে লাগল।

সে উঠে দাঁড়াল। কোমরের কড়িগুলো একবার ছুঁয়ে দেখল। সাড়ে তিন পণ। এ দিয়ে দুদিনের চাল হয়, একটা নৌকার দড়িও হয় না।

তবু বাড়ির পথ ধরার আগে সে একবার পেছন ফিরে নদীর দিকে তাকাল, আর মনে মনে সংখ্যাটা আবার বলল। সাতটা।

একদিন সে আটটা ভাসাবে।